মেহেরপুরে যৌথবাহিনী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, বিজিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদফতরের পৃথক দুটি যৌথ অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ ৪ জন মাদক কারবারিকে আটক করেছেন অভিযানিক দল।

এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে মাদক কেনাববেচার ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) সকালে তাদের পৃথক স্থান থেকে আটক করে। আটককৃত হলো- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার ভাগজাতপুর গ্রামের ইসমাইল মন্ডলের স্ত্রী তিলোক জান (৪৫), একই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ অক্টোর নগর গ্রামের আসমত ব্যাপারীর স্ত্রী কোহিনুর খাতুন(৫০), মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের নবীনপুরের মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ইন্তাজুল হোসেন ওরফে ইন্তা(৪৮) ও একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে জয়নাল আবেদীন(৪৬)।

মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রওশনের নেতৃত্বে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুরিয়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৭ হাজার টাকা, মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানসহ তিলোক জান, কোহিনূর খাতুন ও ইন্তাজুল কে আটক করে। পরে সাহারবাটি ডিসি ইকো পার্কের গুচ্ছগ্রামের জয়নাল আবেদীনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৪ কেজি গাঁজা, ১৭ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনি প্রক্রিয়ায় মাদকচক্রদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহ দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদক উদ্ধার করা সহ পৃথক স্থান হতে আটক করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা মসজিদপাড়ার লালন, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও মোবারক পাড়ার জাহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান শেষে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ সঙ্গীয় সদস্য মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে।

এসময় গ্রামের মসজিদ পাড়ার আবুল কালাম আবুর ছেলে লালনের নিজ দখলীয় বসতঘর মধ্যে হইতে ৫শত গ্রাম গাঁজা সহ লালন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

একই অভিযানিকদল দুপুর ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। এসময় গ্রামের পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে বিপ্লবের কলা বাগানের মধ্যে হইতে ৫০ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় মিজানুর রহমান
(৪২) নামের এক তাঁড়ি ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতারকৃত মিজানুর রহমান দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেওড়া পাড়ার কালাচান মন্ডলের

ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টার দিকে একইদল অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ায়।

এসময় মোবারক পাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিমপাশে হাসনা মিয়ার প্রোল্ট্রি ফার্মের সামনে হতে ২ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেফতার করা হয় মোবারক পাড়ার মৃত. ছিরু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে (৪১)।

গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

একইস্থান থেকে দুপুর ২ টার দিকে ২ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত. তহির উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৬০)। তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ কারাদন্ড ও জরিমানার রায়প্রদান করেন অভিযান নেতৃত্বে থাকা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন।

আলমডাঙ্গায় ৮৪ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ আটক-৪

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮৪ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে লালব্রীজ এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় পুলিশ ৪ জনকে আটক করেছে।
আটকৃতরা হলেন পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জের মৃত শাহ জাহানের ছেলে মিনারুল ইসলাম (২৮) কোর্টপাড়ার সফি মোল্লার ছেলে, রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা (৪১), শ্রীরামপুর গ্রামের আলম হোসেনের ছেলে সোহেল হোসেন (২৬) ও শ্রীরামপুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে শাকিল

হোসেন (২০)।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার লালব্রীজ সংলগ্ন হাটবোয়ালিয়া সড়কে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে এসআই (নিঃ) আশিকুল সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ এক মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে কামালাপুর গ্রামের হাফিজ মিয়ার সৃষ্টি ট্রেডার্স এর সামনে থেকে আসামী মিনারুল ইসলাম, রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা, সোহেল হোসেন ও শাকিল হোসেন (২০)কে আটক করে। আটকের পর তাদের কাছ থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৮৪ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ও মদসহ আটক ৪

আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের পৃথক অভিযানে চোলাই মদ ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রবিবার দিবাগত রাতে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে কামালপুর ও পারকেষ্টপুর গ্রাম থেকে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

আটকৃতরা হলেন- পৌর এলাকার বাবুপাড়ার মৃত ইফতেখারুল কাওনাইনের ছেলে সুষম কাওনাইন (৩৬)। এছাড়াও যশোর কোতয়ালী থানার খোলাডাঙ্গা ধর্মতলা এলাকার দুধ কুমার বিশ্বাসের ছেলে বিপুল কুমার দাস (২৮), চুয়াডাঙ্গার মুক্তিপাড়ার সুবল সর্দারের ছেলে শুভ্রদেব (২৫), আলমডাঙ্গা উপজেলার আলিহাট নগরের মহির উদ্দিনের ছেলে ফরিদ হোসেন (৩২)। পৃথক অভিযানে ৩শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ২৫ লিটার চোলাই বাংলা মদ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার কামালপুর গ্রামে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে। এমন গোপন সংবাদ পায় পুলিশ।

তথ্যের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এসময় কামালপুর গ্রাম থেকে সুষম কাওনাইনকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ৩শত পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এদিকে, শনিবার মধ্য রাত ১১ টার দিকে মুন্সিগঞ্জের পারকেষ্টপুর হতে আলমডাঙ্গায় চোলাই মদ পরিবহনের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশ। এসময় পারকেষ্টপুর ব্রিজ নিকট পুলিশ চেকপোস্ট বসায়। দ্রুত গতির এ্যাপাসি আরটিআর মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। তাদের নিকটে থাকা ২৫ লিটার চোলাই মদ ও একটি ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করে।

জীবননগর বিজিবির অভিযান ২ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার, আটক-৪

জীবননগরে দুই কেজি ২৪৫ গ্রাম স্বর্ণসহ চার চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টাযর সময় জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজার থেকে স্বর্ণসহ চার চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটককৃত চোরাকারবারী হলেন, নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার মঙ্গলপুর গ্রামের জিহাদ মোল্লার ছেলে এবাদুল মোল্লা (২৬), তমসুল মোল্লার ছেলে মাহাবুর হাসান (২৭), ইনসান কাজীর ছেলে রিয়াজ আলী
(২১) এবং একই জেলার নড়াগাড়ী থানার থাশিয়ান গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে শেখ সোহেল রানা (৩৫)।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টাযর সময় মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদ পারভেজ রানা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদ পারভেজ রানা নিজেদের গোয়েন্দার তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন, চোরাকারবারীরা জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা সড়ক দিয়ে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে যাবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অধিনায়কের নেতৃত্বে এবং উপঅধিনায়ক মেজর মোঃ রকিবুল

ইসলামের সহযোগিতায় ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহলদল বৃহস্পতিবার বিকেলে কালীগঞ্জ-চুয়াডাঙ্গা সড়কে অবস্থান নেন।

আনুমানিক বিকেল ৬টায় সাদা রংয়ের একটি প্রাইভেটকার হাসাদাহ বাসস্ট্যান্ডে স্পিডব্রেকার পার হওয়ার সময় বিজিবির টহল দল গাড়িটির গতিরোধ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে প্রাইভেটকারে থাকা এবাদুল মোল্লা, মাহাবুর হাসান, রিয়াজ কাজী এবং শেখ সোহেল রানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা জানান গাড়ির দ্বিতীয় আসনধারীর সিটের নিচে ১৪টি স্বর্ণের বার রয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক সিটের নিচ থেকে স্বর্ণের ৬টি মিডিয়াম ফ্লাটবার এবং ৮টি বার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ৬টি মোবাইল জব্দ করা হয়। ১৪টি স্বর্ণের বারের মোট ওজন ২ কেজি ২৪৫ গ্রাম।

বিজিবি আরো জানায়, আটক স্বর্ণের বারসহ প্রাইভেটকার এবং মোবাইলের মূল্য ২ কোটি ২৪ লাখ ৭৫ হাজার ৭৫১ টাকা। আটক আসামীদের স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য বহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখার অপরাধে তাদেরকে জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া ১৪টি স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৪

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পুলিশি অভিযানে আটক করা হয়েছে ৪ ডাকাতকে।

এসময় তাদের নিকট থাকা দেশীয় অস্ত্র-গ্রীলকাটার ও প্লাষ্টিকের রশি উদ্ধার করেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে তিতুদহের গ্রীসনগর গ্রাম হতে তাদেরকে আটক করে। আটককৃত ডাকাত দলের সকলের বাড়ি জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নে।

জানাগেছে, গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফর রহমানের নের্তৃত্বে দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই এএম আনোয়ারুল ইসলাম সাঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গ্রীরিসনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে পানির ট্রাংকির সামনে।

এ সময় উক্ত স্থান হতে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহন করা কালে ৪ জন ডাকাতকে আটক করে।

আটককৃত ৪ ডাকাত চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়ীয়া উত্তরপাড়ার মৃত মজিবর রহমান ওরপে মল্লিক শাহর ছেলে শাহাবুদ্দিন ওরফে বদ্দি (৩৬) একই গ্রামের মসজিদপাড়া পাড়ার সিরাজ হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান (২৫), শাহপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে ইমদাদুল হাসান (২৩) ও ইউনিয়নের মদনা গ্রামের উত্তরপাড়ার কাওছার আলীর ছেলে আব্দুল আলীম (২২)। আটক হওয়া ডাকাতদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত দেশীয় অস্ত্রের মধ্যে অনুমান ১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা ১টি লোহার দা, অনুমান ১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা ৩টি কাঠের বাট যুক্ত হাসুয়া, কালো বাট যুক্ত লোহার তৈরি গ্রীল কাটার ১ টি, বাঁশের বাট যুক্ত লোহার হাতুড়ি ১ টি, ১ টি প্লাস ও ১০ ফুট সাদা প্লাষ্টিকের রশি।

আটককৃত ৪ ডাকাত সহ কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ দর্শনা থানা পুলিশ ৪ জনকে ডাকাতি মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।